কালের কণ্ঠ

25 OCT 2017

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা

প্রশ্নপত্র ফাঁসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের চক্র!

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার পর অনানুষ্ঠানিক তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কারো কারো জড়িত থাকার তথ্য পেয়েছে কর্তৃপক্ষ। গ্রেপ্তার হওয়া শিক্ষার্থীদের দেওয়া তথ্য এবং গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে এ বিষয়ে অনুসন্ধানে অনেক দূর এগিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তারা প্রশ্ন ফাঁস ও জালিয়াতি সংক্রান্ত কথোপকথনের ফোন রেকর্ডও পেয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তা প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত।

সূত্র মতে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ওই অসাধু কর্মকর্তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে গোয়েন্দা সংস্থা। ওই কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন ধরেই জালিয়াতচক্রকে সাহায্য করে আসছেন। তবে এখনই এ বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি নন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা।

সিআইডি সূত্রে জানা যায়, আটক শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

প্রশ্নপত্র ফাঁসে বিশ্ববিদ্যালয়

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ফাঁসের সঙ্গে ছাত্রলীগ নেতা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা ও কোচিং সেন্টারের জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির এক কর্মকর্তা এবং একটি কোচিং সেন্টারকে নজরদারিতে নিয়েছেন সিআইডির তদন্তকারীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা স্বীকার না করলেও অনানুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। জালিয়াতচক্রকে ধরতে গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন অধ্যাপক নাম প্রকাশ না করার শর্তে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চক্র বর্তমান প্রশাসনকে বিতর্কিত করতে জালিয়াতচক্রের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁসের চক্রান্ত করেছে। এরই মধ্যে গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগিতায় মোবাইল ফোনে কথোপকথনের রেকর্ডসহ তথ্যাদি পাওয়া গেছে। আরো গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে জালিয়াতচক্রের মুখোশ উন্মোচন করা হবে। আর এসব তথ্য সরকারের কাছে প্রেরণ করা হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, একটি আসনের বিপরীতে অর্ধশতাধিক আবেদন থাকায় ভর্তিযোগ্য পরীক্ষার্থী নির্বাচন করতে হিমশিম খেতে হয় প্রশাসনকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কেন্দ্রেও পরীক্ষা নিতে হয়। বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় ইডেন কলেজ, ঢাকা কলেজ ও লালমাটিয়া কলেজ কেন্দ্রকে ২০১৫ সালে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এবার এসব কেন্দ্রেও পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এ সুযোগে পুরনো জালিয়াতচক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে।

সূত্র মতে, বর্তমান প্রশাসনকে বিতর্কিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি পক্ষ প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে। এর মাধ্যমে তারা ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল করতে চায়। বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে এটা একটা ষড়যন্ত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র জালিয়াতিতে জড়িত চক্রের হোতাদের ধরতে কাজ শুরু করেছি। অনেক তথ্যই পেয়েছি। জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় নেওয়া হবে। আমরা চাই জালিয়াতচক্রের মূলোৎপাটন করতে। সে অনুযায়ী কাজ করছি, সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটনের পর গণমাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরা হবে।' তিনি বলেন, 'প্রশ্ন ফাঁসের তথ্য প্রকাশিত হলেও আমরা এখনো এ-সংক্রান্ত কোনো প্রমাণ পাইনি। খতিয়ে দেখছি আমরা। একটি গোষ্ঠী বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। তারা মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করতে চায়।'

প্রগতিশীল ছাত্রজোটের বিক্ষোভ

আমাদের **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি** জানান, 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত জালিয়াতচক্র এবং কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার ও বিচার করার দাবি জানিয়েছে প্রগতিশীল ছাত্রজোট। তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের আগে ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত রাখারও দাবি জানানো হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এসব দাবি জানানো হয়।

এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে জোটের নেতাকর্মীরা। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে গিয়ে শেষ হয়। ছাত্রজোটের সমন্বয়ক সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্সের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক লিটন নন্দী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি গোলাম মোস্তফা, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর কেন্দ্রীয় সদস্য খালেদুর রাবি, ছাত্রঐক্য ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য তাসনিম মিতু।

ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ রাখার দাবি সাদা দলের

সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদ্‌ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত 'ঘ' ইউনিটের ভর্তির পরবর্তী কার্যক্রম বন্ধ রাখার দাবি জানিয়েছে বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের প্যানেল সাদা দল। গতকাল বিকেলে সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক আখতার হোসেন খানের সই করা এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।